পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭
ফোন নম্বর : ২২৪১ - ২০৬০, ২২১৯ - ৮৯৩০

সার্কুলার- ৭/২০১৫ তারিখ : ৮ - ০৫ - ২০১৫

কনভেনার প্রাইমারী ইউনিট,ওয়েবকুটা/ জেলা সম্পাদক
----------কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

নেপালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত অগণিত মানুষের স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এখনো পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ব্যাপক। ভারতসহ বিভিন্ন দেশের সরকার ইতিমধ্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কিছু ত্রান সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে। আমরা অধ্যাপক সমিতির পক্ষ থেকে নেপালের আর্ত দুর্গত এইসব মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। সদস্য বন্ধুদের কাছে অনুরোধ, অতি দ্রুত (৩১মে ২০১৫ -র মধ্যে) আপনাদের সাহায্যের অর্থ (ন্যুনতম ২০০ টাকা) প্রাইমারি ইউনিটগত বা ব্যক্তিগত ভাবে সংগ্রহ করে সমিতির দপ্তরে জমা দিন। যেহেতু নেপালের এই সার্বিক বিপর্যয়ের প্রভাবে বহু মানুষ ও তাদের পরিবার পরিজন অসহায় ভাবে দিন যাপন করছেন, আমরা যত বেশি সম্ভব সাহায্যের অর্থ ওঁদের হাতে পৌঁছে দিতে চাই। আশাকরি আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতায় এই কাজ আমরা করতে পারবো। **যাঁরা সমিতির Account -এ সরাসরি অর্থ জমা দিতে ইচ্ছুক তাদের জন্য জানাই, সমিতির UBI, College St. Branch, Savings Account No- 0083010798347, IFSC Code No. UTBIOCOL108, MICR CODE NO. 700027037। শুধু ই-মেলে আমাদের জানিয়ে দেবেন কত টাকা এবাবদ জমা দিয়েছেন।**

২৭ এপ্রিল, ২০১৫ বিকাশ ভবন অভিযান কর্মসূচিতে আপনাদের এত বিপুল সংখ্যায় উপস্থিতি আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। চড়া রোদ উপেক্ষা করে মিছিলে অংশগ্রহণকারী সকল বন্ধুকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ইতিমধ্যে সমিতির চিঠিকে গুরুত্ব দিয়ে গত ২৯ এপ্রিল ২০১৫ মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে আধিকারিকদের সঙ্গে শিক্ষক সংগঠনগুলির দীর্ঘ বৈঠক হয়। সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্যসূচিতে ছিল সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত শিক্ষক স্বার্থ বিরোধী ৩১২ ও ৩৩৩ নং সরকারি আদেশনামা দুটি প্রত্যাহার করা সংক্রান্ত বিষয়টি। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আমাদের বক্তব্য তুলে ধরার। মাননীয় মন্ত্রী ঐদিনের আলোচনার নিরীখে পুনরায় সবটা লিখিত আকারে নথি সহ দ্রুত আমাদের পেশ করতে বলেন। আমরা তাঁর পরামর্শ মত এই সংক্রান্ত আমাদের দ্বিতীয় চিঠি যাবতীয় নথি সহ ৬ মে জমা দিয়েছি। আশা করছি, শিক্ষক স্বার্থে সরকার ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়ে এই ধরণের চরম অসম্মানজনক আদেশনামা প্রত্যাহার করবে।

২৮মাসের সুবিধা সংক্রান্ত মামলায় আদালত অবমাননার অভিযোগ এনে পুনরায় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে সরকারের তরফে অতিরিক্ত এ্যাডভোকেট জেনারেল এ বিষয়ে উচ্চ আদালতে তাঁদের বক্তব্য পেশ করছেন। সমিতি এ নিয়ে এক ইঞ্চিও পিছু হটবে না -- এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । আমরা এবিষয়ে আপনাদের জানাতে থাকবো। আপনারা নিয়মিত সমিতির ওয়েবসাইটে নজর রাখুন।

এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে আসার ক্ষেত্রে কিছু বন্ধু Fixation ও Pay Protection সংক্রান্ত জটিলতার সম্মুখীন। এ নিয়ে সহকর্মী বন্ধুদের অহেতুক হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। আমরা সমিতির পক্ষ থেকে চেষ্টা করছি আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার মীমাংসা সূত্র খুঁজে বার করতে। গবেষণার কাজে যে সমস্ত বন্ধুরা FDP -র ছুটি নিয়েছেন, বিশেষ করে যাঁদের বিকাশ ভবন থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি, তারা এখন সমস্যায় পড়েছেন। আমরা এ নিয়ে ইতিমধ্যেই আধিকারিক স্তরে কথা বলেছি। ইতিবাচক সাড়া পেলে আমরা আপনাদের জানাবো।

Ph.D/M.Phil এর ইনক্রিমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়টিতে সরকার এখনো নিরুত্তর। আমরা মন্ত্রী এবং আধিকারিক স্তরে বারংবার বিষয়টি নিয়ে চাপ সৃষ্টি করে চলেছি। CAS এর কাজও এপর্যন্ত শুরু হয়নি বলা যেতে পারে। কলেজগুলি থেকে আসা ফাইলের পাহাড় জমেছে বিকাশ ভবনে। আগামী তিন মাসের মধ্যে উপরোক্ত বিষয়গুলির সমাধান না হলে পুজোর আগে আমাদের আরো বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। পূর্বের ৬নং সার্কুলারে উল্লিখিত AIFUCTO র আন্দোলন কর্মসূচিতে প্রতিটি ইউনিটকে অংশ নেওয়ার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের ই-মেলে ঐ চিঠির একটি কপি পাঠাবেন। শুভেচ্ছা সহ--

(শ্রুতিনাথ প্রহরাজ)
সাধারণ সম্পাদক মোবাইল নং ;- ৯৪৩৩৮২০৬১০